বাংলা ছোটোগল্প কথা

সম্পাদনা

ড. মোহিনীমোহন সরদার ও ড. শেখ কামাল উদ্দীন

Bangla Choto Gopo Kotha, Porbo-1

Edited By:
Dr. Shaikh Kamal Uddin

and

Dr. Mohini Mohan Sardar

প্রথম প্রকাশ:
জানুয়ারি, ২০২১

প্রকাশক:
সুপ্তা পাল ধর
গেটওয়ে পাবলিশিং হাউস
১নং রোড, প্রফুল্লনগর, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগন
ফোন নং: ৯৭৩৩৫৩৫৩৪১, ৯৮৩৬৭৬২৭৬২
ওয়েবসাইট: www.gatewaygraphics.in
ইমেল: contact@gatewaygraphics.in

প্রচ্ছদ:
অমিতাভ দাশ

অক্ষর বিন্যাস:
গেটওয়ে গ্রাফিক্স, হাবড়া

ISBN: 978-81-945505-7-0

মূল্য: ৫০০ টাকা

সূচিপত্র

- **ড. সোমা ভদ্র রায়**

  সন্তোষকুমার ঘোষের 'প্রেমপত্র': পত্রের এক অভিনব বিন্যাস... ২৯

- **বসুমিতা তরফদার**

  ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'সিন্দুক'ঃ এক হৃতগৌরব ভূস্বামীর মর্মবেদনা... ৪০

- **রেহানা খাতুন**

  'রেকর্ড'-এর ইতিহাস ও ইতিহাসের রেকর্ড... ৪৯

- **দেবরাজ হাওলাদার**

  স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'গণেশ' : বিজ্ঞানের অপব্যবহার, নিয়ামক শক্তি ও
  শিশুশ্রমের এক প্রতিবাদী আলেখ্য... ৫৪

- **ড. সেক আপতার হোসেন**

  গোঘ্ন: শ্রেষ্ঠ জীবের মানবিকতা বনাম চরম অসহায়তা... ৭২

- **সিদ্ধার্থ দত্ত**

  রহস্যের চাবি: ডক্টর ম্যাট্রিক্স, মেলোকর্ড আর মানিকের মগজাস্ত্র... ৭৭

- **ডঃ সুব্রত ঘোষ**

  'পুঁইমাচা': মৃত্যুর ভিতর জীবনের প্রতিচ্ছবি... ৮৮

- **ড. নবনীতা বসু হক**

  চরণদাস এম.এল.এ: একটি পর্যালোচনা... ৯৬

- **সুদেব বিশ্বাস**

  সাদত হাসান মন্টো'র 'টোকা টেক সিং': সাম্প্রদায়িক
  সম্প্রীতির মিলনস্থল... ১০৫

- **শুভঙ্কর কর্মকার**

  'মতিলাল পাদরী' গল্প রচনায় কমলকুমার মজুমদারের দক্ষতা সন্ধান... ১১১

- **দেবলীনা সরকার**

  সাবিত্রী রায়: 'বিশ্লেষণের আলোয়' অন্তঃসলিলা... ১২৪

- **শুভ মণ্ডল**

  গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটোগল্প রচনায় দক্ষতা বিচার:
  প্রসঙ্গ মহানগর... ১৪৫

গোঘ্ন: শ্রেষ্ঠ জীবের মানবিকতা বনাম চরম অসহায়তা

ড. সেক আপতার হোসেন

বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় মহেশ, আদরিনী, আত্মজা প্রভৃতি গল্পে পশুকেন্দ্রিক মানবিকতা এবং অযান্ত্রিক, লজ্জামুঠি প্রভৃতি গল্পে বস্তুকেন্দ্রিক মানবসম্বন্ধের আদান-প্রদানের চিত্র দেখতে পাই। এ সমস্ত গল্পের কথা স্মরণ রেখেও বলা যায়— সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রচিত 'গোঘ্ন' গল্পটি এক অনন্যমাত্রার স্মারক বহন করে। উল্লেখিত গল্পগুলিতে মানবিকতা ও অসহায়তার চিত্র অঙ্কিত হলেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের চরম অসহায়তার চিত্র 'গোঘ্ন' গল্পে নিপুণ হস্তে অঙ্কিত হয়েছে। আশা-ভরসা ভালোবাসা থেকে নিরাশা-ঘৃণার পরিবর্তনের রূপরেখা 'গোঘ্ন' গল্পের হারাই চরিত্রের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

গল্পের ঘটনা পরম্পরায় হারাই চরিত্রকে কেন্দ্র করে মানবিকতার নানান স্তর দেখানো হয়েছে। বিষয়টাকে আমরা এভাবে দেখতে পারি—

মানবিকতার প্রথম স্তর : মৃত দাদার কথা রাখতে খেতের তরকারি নিয়ে পথের দূরত্ব অতিক্রম করে হারাই।

মানবিকতার দ্বিতীয় স্তর : গরুকে ডাক্তার দেখিয়ে হারাই নিজেই গরুগাড়ির জোয়াল তুলে নেয়।

মানবিকতার চরম স্তর : জগতের সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজের ছেলের বিনিময়ে গরুর প্রাণ ভিক্ষা চাওয়া।

প্রথম স্তরে আমরা দেখতে পাই— 'চারু মাস্টারের বেহালা শুনে দোলাই বড় কেঁদেছিল। দোলাই ছিল নরম মনের ছেলে। বলেছিল, আপনার যন্তরে কী জানি কী যাদু আছে, কলজে টাটায়। হেই মাস্টেরবাবু, আপনার বিটির বিভায় যত কুমড়ো লাগবে, হামি দিবো। যত কলাই লাগবে, তাও দিবো।'[১]

চারু মাস্টারের মেয়ের ফাগুন মাসে বিয়ে। দোলাই তার আগেই গাবতলার গোরে চিরঘুমে আচ্ছন্ন। মৃত দাদার কথা রাখতে, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে হারাই এসেছিল চারু মাস্টারের বাড়িতে। হারাই আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নয়, কিন্তু মনের স্বচ্ছলতার অভাব ঘটেনি তার কাছে। ভালোবাসা আর ভালোবাসার মানুষের সান্নিধ্য কেবল মানুষ নয়, মনুষ্যতর প্রাণের প্রতি স্নেহ ছিল হারাইয়ের ইহ জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই খেতের সামগ্রী কষ্ট করে বয়ে এনে বিনামূল্যে চারু মাস্টারের বাড়ি পৌঁছানো তার কাছে সহজ। কারণ দোলাই নেই, দলাইয়ের কথা রয়ে গেছে। দোলাইয়ের জীবন অপূর্ণ থাকলেও তার আশা-আকাঙ্খা-ইচ্ছে পূরণের সামর্থ দেখিয়েছে হারাই।

মানবিক হারাইয়ের দ্বিতীয় স্তর লক্ষ্য করি সর্বস্ব অর্থ দিয়ে অসুস্থ গরুর চিকিৎসা করাতে। টাকা থাকলে টাকা তো দেওয়া যায়। কিন্তু ভালোবাসা? আমরা হারাইকে দেখতে পাই গরুর কষ্ট লাঘব করার জন্য গরুকে মুক্ত রেখে গরু গাড়ির জোয়াল নিজে টানতে থাকে। মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত পশুর প্রতি যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি গল্পটি বাংলা সাহিত্যের আকাশে ধ্রুব তারার মতো দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। নিজের কষ্ট লাঘব করার জন্য সে গরুর কষ্টকেই বারবার স্মরণে নিয়ে এসেছে—'গোজন্মে বড় কষ্ট বাপ আজ খোদাতালা হামাকে সিটা জানান দিলো বড় কষ্ট, ধনা। এখন তো জাড় কমে এল। কিন্তুক আঘুন পোষের জাড়? হায় বাপ, বুঝি নাই। সেকথা এই মানবজন্মোতে ঠাউর করি নাই। এখন করনু গোজন্মের ঘাটে ঠেকে, ধনা (আর মনা তুইও শোন) সব ঠাউরানু ক্রিমে ক্রিমে। এই দ্যাখ বাছা, আমি মানুষ। হামি তোর মতন জানোয়ার হয়ে গেনু।"[২]

কিন্তু আমরা দেখতে পাই গরুর কষ্ট শিকার করার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই হারাইয়ের। তাই গাড়ি টানতে টানতে সে বার বার স্মরণ করেছে—'মেদীপুর চটি কি মুছে গেছে দুনিয়া থেকে? সানকিভাঙা থেকে বড়জোর দু ক্রোশ পথ অথচ এখনও সামনে হাঁ-করা অন্ধকার রাত। হারাই থমকে দঁড়ায় বার বার কতদূর মেদীপুর? অবোধ জন্তুর চোখে তাকায় সে বুঝতে পারে না, কতকাল সে তিন বস্তা রাঢ়ী ধান টেনে আনছে। মনার সঙ্গে। ঠাওর হয় না কিছু যেন কত বছর মাস দিন রাত আর গ্রীষ্ম বর্ষা শীত কেটে গেল। গাড়ি টানতে টানতে হারাইয়ের কালো চুল দাড়ি কি সাদা হয়ে গেল। হা খোদা! এভাবে গাড়ির জোয়ালে আটকে থেকেই কি তার মউত হবে? ভয়ার্ত গাড়োয়ানের কানে ভেসে আসে যেন মৃত্যুদুত আজরাইলের ডানার শব্দ।'[৩] কষ্ট, ভয় সব কিছুকে অতিক্রম করলেও হারাই ধনাকে (গরু) সুস্থ করে

তোলার সম্ভবনা দেখতে পায়নি। ক্রমশ অসুস্থ হতে থাকা গরুটিকে মৃত্যু মুখে নিয়ে যেতে আজরাইলের মতো উপস্থিত হয় দিলজান। দিলজানের স্পষ্ট ঘোষণা—গরুটি মরবেই। একথা হারাইকে যেমন আতঙ্কিত করেছে তার থেকে বেশি কষ্ট পেয়েছে হারাই দিলজানের গরু কিনে হালাল করার কথা শুনে। আমরা গল্পে দেখতে পাই—

> 'বুলছি কী, গরুটা আমাকে দেন দু পয়সা আপনার হোক, আমারও হোক।
>
> হারাই দম আটকে বলে—জী?
>
> দিলজান হাসে খুক খুক করে—গরুটা দেন আমাকে হালাল করি।
>
> অমনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় হারাই। বুকফাটা চিৎকার করে বলে—ন্না! তারপর হাঁপাতে থাকে। তার নাকের ডগায়, চিবুকে, কপালে এই শীতেও ঘামের ফোঁটা চকচক করে। সে ফের ধরা গলায় বলে ন্না! এবং মাথাটা জোরে দোলায়। সে ভূতের মতো অঙ্গভঙ্গী করে।'[৪]

দিলজান ব্যবসায়িক ভঙ্গিতে ক্রমশ দাম বাড়ায় এবং গরুর করুন অবস্থা স্মরণ করায়। ক্রমশ তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ-এ পৌঁছে যায় দিলজান। অর্থরাশি ক্রমশ শান্ত নিরীহ হারাইকে ভয়ঙ্কর করে তোলে। গল্পকারের ভাষায়—'দিলজান হারাইয়ের ফতুয়ার পকেটের দিকে হাতটা নিয়ে আসে। আর ফের হারাই গর্জন করে ওঠে—হামার কলজে বেরহম (নির্দয়)! পাষাণ! আপনার দেলে দয়া নাই! হারাই শ্বাস টেনে বলে—আপনি আজরাইল!'[৫]

গাল দিতে দিতে চলে যায় দিলজান। অন্যদিকে হারাই 'দোওয়া গঞ্জেল আরশ' পড়তে পড়তে পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তার কাছে বিনম্র চিত্তে অশ্রুমাখা কণ্ঠে নামাজে পড়তে পড়তে হু হু করে কেঁদে ওঠে—"হামার বেটার জান মাঙি হুজুর আর কিছু মাঙি না সংসারে? তারপর কী এক হটকারিতায় আচ্ছন্ন গাড়োয়ান চুপি চুপি—হেই পরায়োরদিগার! হামরা মাগমরদ বাঁজা লই তুমার মেহেরবানিতে। তুমি এক ব্যাটার জানের বদলে হামারঘে আরেক ব্যাটার হায়াত (আয়ু) দাও!' আমাদের আপাতোভাবে মনে হয় গরু বিক্রি না করে সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজের সন্তানের পরিবর্তে গরুকে বাঁচিয়ে তোলার যে আকাঙ্খা প্রকাশ করেছে, তা স্পষ্টত অমানবিক। কিন্তু যখন পরক্ষনেই আমরা শুনতে পাই—"ব্যাটা মরবে, ব্যাটা জন্মাবে। কিন্তু গরু মরলে গরু কোথায় পাবে হারাই! একটা গরুর দাম যোগাতে আদ্ধেক জমি বেচতে হবে। খোদা কি এটা বোঝেন না?[৬]

গরু না হলে ভিক্ষাবৃত্তি করে তাকে জীবন কাটাতে হবে। তাই সৃষ্টিকর্তার কাছে তার যে দাবি, তার যে আকাঙ্ক্ষা তা আসলে জীবন জীবিকার অবলম্বন। ভালোবাসা আর অর্থনৈতিক দুরবস্থার টানাপাড়েন থেকে তার এই উক্তি। এ উক্তি অমানবিক নয়, এ উক্তি অসহায়তার। নিরীহ হারাইয়ের আর্তি সৃষ্টিকর্তার কাছে পৌঁছায়নি। আমরা দেখতে পাই, ক্রমশ মুমূর্ষ হয়ে ওঠা গরুকে হাট শুদ্ধ মানুষের উপদেশে তিরিশ টাকার বিনিময়ে দিলজানকে বিক্রি করে হারাই। লেখক বর্ণনা করেন— 'দিলজান পকেট থেকে টাকা বের করলেন। হাত পাতুন। তারপর সে হারাইয়ের আড়ষ্ট হাতে তিনটে নোট গুঁজে দেয়। মুঠোটাও চেপে বুজিয়ে দেয় এবং ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়। কাকে ডেকে বলে— শিগগির গাড়ি জুতে আন। হাঁটতে পারবে না। জলদি যাবি। তারপর সে ব্যস্তভাবে ধনার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

হারাই টাকা মুঠোয় নিয়ে বসে থাকে। দু চোখে শব্দহীন জল বয়ে যায়।"[৭]

হারাইয়ের নীরবতা, নিষ্ক্রিয়তা ও শব্দহীন অশ্রুধারা অসহায়তার নামান্তর হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ নিত্য সঙ্গী হয়ে রয়েছে। আকাঙ্খা, আশঙ্কা, অসহায়তার মধ্যে তা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়। প্রত্যেক অন্ধকারময় কালোরাত্রি আসলে ভারি সূর্যালাকের ইশারা বহন করে। তা সত্ত্বেও বলতে পারি হারাইয়ের পরিণতি যে-কালো অন্ধকারের বদ্ধগলিতে হারিয়ে গেছে, সেখানে আলোর ইশারা পথ দেখাতে সক্ষম নয়, আমরা গল্প শেষে দেখতে পাই গরু-গাড়ির জোয়াল টানতে টানতে এগিয়ে যাওয়া ক্লান্ত অসহায়-নিরীহ হারাইকে দেখতে পেয়ে বদর হাজী দয়া করে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে এবং ক্ষুদার্ত হারাইকে খেতে বসায়। বড়ো লোকের বাড়িতে বড়ো লোকের সঙ্গে 'বিশাল খাঞ্চায়' ভরা সাহ দানার সাদা ঝকমকে স্বাদু-সুগন্ধ রাঢ়ী অন্ন' খেতে বসে হারাই ভাবতে থাকে 'আমির বড়োলোকের সঙ্গে জীবনে এই প্রথম সে খাচ্ছে। জীবনের সব দুঃখ, বঞ্চনা, হারানোর শোক ক্ষোভ আর ধনার মৃত্যুর কথা সে ভুলে গেল।' হারাই-এর জীবনে এই পরম মুহূর্ত বউ ছেলেপুলের কাছে গল্পের জন্য তোলা থাকবে। ঠিক এমনিই পরম সুখ-সন্ধিক্ষণ বজ্রপাতের ন্যায় ধেয়ে আসে বদর হাজীর উক্তি— 'দিলজান একটা হালাল করেছে শুনে নিয়ে এসেছিল। তা দেখেছি, ভালই হল। আপনি আছেন। আর এই আমার মেহমান বেড়া আছে। মেহেমানেরও খাতির হলো'। বদর হাজির কাছে কেবল এটা উক্তি হলেও বিষমাখা তীর বিদ্ধ জন্তুর মতোই হারাই যেন নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে যেতে দেখছে। যে মাংসের টুকরো মুখে পুরেছিল সেটা তার সন্তানেরই। ততক্ষনাৎ সে থুতু করে ফেলে দেয়, 'ওয়াক

ওয়াক' করে বমি করে, বুকে হাত দিয়ে হা হা করে বুক ফেটে কাঁদে কিন্তু এতে কি তার যন্ত্রণা মুছে যাবে? তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে বদর হাজী এবং মৌলবি। আসলে তারা বোঝাতে চাইছে একজন গরুর মালিক হারাইকে। কিন্তু সন্তান হারা হারাইকে কি তারা বোঝাতে পারবে? পারেনি। গল্পকার জানালেন—

"বারান্দা থেকে নীচে নেমে রাতের আবহমণ্ডল এফোঁড় ওফোঁড় করে বলে—হামাকে হামারই বেটার গোশতো খাওয়ালেন! হেই হাজিসাব! হামার ভেতরটা জ্বলে খাক হয়ে গেল গো! এক-পদ্মার পানিতেও ই আগুন নিভবে না গো! [৮]

দিলজানের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সময় নীরব অশ্রুতে যে অসহায়তার প্রবাহ ছিল, মাংস খাওয়ার আত্মগ্লানিজাত হৃদয়ের আগুনে সেই অশ্রু বাষ্পীভূত হয়ে হারাইয়ের ধোঁয়াচ্ছন্ন ভবিষ্যৎকে ইঙ্গিত করছে। গল্পের পরিণতিতে আমরা দেখতে পাই—

'হারাইয়ের বহু। তার পায়ের কাছে মাটির বদনায় পদ্মার জল।
ধনা-মনার পা ধুয়ে দেবে বলে দাঁড়িয়ে আছে।'[৯]

যে বউ জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ধনার মৃত্যু সংবাদ তার চোখের জলের প্রবাহে একদিন স্থির হয়ে যাবে। সন্তানসম ধনার মাংস মুখে নিয়েছে যে হারাই আত্মগ্লানিজাত চরম অসহায়তার যন্ত্রণায় সে নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে না। মানবিক হারাই এর চরম অসহায়তা এ গল্পের শিল্পমূল্যে এমনভাবে ধ্বনিত হয়েছে, যার অনুরণন উপেক্ষা করার সামর্থ নেই হারাইয়ের, পাঠকেরও।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ১-৯, গোম্ন, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, www.ebanglalibrary.com
২. www.banglasahitya.in

'বাংলা ছোটোগল্প কথা, পর্ব-১' ছোটোগল্পের আলোচনার ইতিহাসে একটি বহুমাত্রিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার পোষিত ১১টি এবং কেন্দ্রীয় সরকার পোষিত একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যুক্ত মহাবিদ্যালয়গুলোর অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসহ গবেষকদের সুচিন্তিত গবেষণালব্ধ আলোচনায় সমৃদ্ধ। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো— বিশ্বভারতী, যাদবপুর-কলিকাতা-বর্ধমান-প্রেসিডেন্সি-বিদ্যাসাগর-সিধো কানহো বীরসা-রায়গঞ্জ-রবীন্দ্রভারতী, আলিয়া ও পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়,বারাসাত। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকের আলোচনাও এই গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত-এর প্রাক্তন ও বর্তমান বিভাগীয় প্রধানদের সুচিন্তিত দু'টি প্রবন্ধ গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

Gateway Publishing House
Prafullanagar | Habra | North 24 Parganas
Contact: +91-9733535341 www.gatewaygraphics.in
Email: contact@gatewaygraphics.in
ISBN: 978-81-945505-7-0
978-81-945505-7-0